দিনেশ দাসের কবিতা

BANGLADARSHAN.COM

দিনেশ দাস

ভারতবর্ষ

চোখভরা জল আর বুকভরা অভিমান নিয়ে
কোলের ছেলের মত তোমার কোলেই
ঘুরেফিরে আসি বারবার,
হে ভারত, জননী আমার!

তোমার উৎসুক ডালে
কখন ফুটেছি কচিপাতার আড়ালে,
আমার কস্তুরী-রেণু উড়ে গেছে কত পথে
দিগন্তে আকাশে ছায়াপথে,
তবুও আমার ছায়া পড়েছে তোমার বুকে কত শত ছলে:
তুমি বাঁকা ঝিরঝিরে নদী ছলছলে
বাজাও স্নেহের ঝুমঝুমি,
জননী জন্মভূমি তুমি!

BANGLADARSHAN.COM

তোমার আকাশে আমি প্রথম ভোরের
পেয়েছি আলোর সাড়া,
দপদপে হীরে-শুকতারা
অস্ফুট কাকলি,
জলে ফোটে হীরকের কলি
মধ্যাহ্নে হীরের রোদ–
হে ভারত, হীরক-ভারত!

কোন্ এক ঢেউছোঁয়া দিনে
বঙ্গোপসাগর থেকে পথ চিনে চিনে
কখন এসেছি আমি-ঝিনুকের মত,
তোমার ঘাসের হ্রদে ঝিলের সবুজে
খেলা করি একা অবিরত!
আমি তো রেখেছি মুখ
তোমার গঙ্গোত্রী-স্তনে অধীর উন্মুখ,
মিটাল আগ্নেয় ক্ষুধা তোমার অক্ষয় বটফলে

দিনান্তে সুডৌল জানু মালাবার করোমণ্ডলে
দিয়েছ আমাকে কোল:
কত জলতরঙ্গের রাত্রি উতরোল
ভ’রে দিলে ঘুমের কাজলে:
মিশে গেছি শিকড়ের তন্ময়তা নিয়ে
তোমার মাটির নাড়ি হাওয়া আর জলে
গ্রীষ্ম বর্ষা হেমন্ত শরৎ–
হে ভারত, হীরক-ভারত!

আজ গৌরীশঙ্করের শিখরে শিখরে
জমে কালো মেঘ
বৈশাখী পাখির ডানা ছড়ায় উদ্বেগ:
তবু এই আকাশসমুদ্র থেকে কাল
লাফ দেবে একমুঠো হীরের সকাল
চকচকে মাছের মতন–
হে ভারত, হীরক-ভারত পুরাতন!

BANGLADARSHAN.COM

ছায়াপাহাড়

স্তব্ধ ভূগোল। কলকারখানা খেতখামার;
কলের পাথরে লাঙলের ফালে গুঁড়োনো হাড়
মাঝখানে শুধু শিং উঁচু ক'রে রাত্রিদিন
দম্ভের কালো ছায়াপাহাড়
সীমানাহীন।
জীবন-জলের কল্লোল ওঠে কলস্বরে
হৃৎপিণ্ডের ঝুপঝুপে দাঁড় এখনো পড়ে
ছলাৎ ছল,
প্রদীপের ভিজে শিখার মতই হৃদয় ঝরে
অচঞ্চল,
দুর্নিবার।
মাঝখানে শুধু ছায়াপাহাড়।
রাত-নিশীথ।
বালুঝড় ওড়ে। ঢেউ ভাঙেচোরে। পুরনো ভিত
টলমল করে। লোনাজল ঢোকে নতুন খাতে,
ভিতরে শিকড় কুরে-কুরে খায় ফেনার দাঁতে:
তবু অসাড়
মাঝখানে ফাঁপা ছায়াপাহাড়।

ছায়াপাহাড়ের কালো ছায়া পড়ে অহর্নিশ
ঢাকে দূর-মাঠ দূরান্তের,
তারই নিচে আজো গম পাকে, জাগে ধানের শিষ
হেমন্তের:
হৃদয় এখনো পাখা ঝাপটায়, জীবন এখনো মানে নি হার–
ধোঁয়ার মতই ফুলে ওঠে শুধু দম্ভের কালো ছায়াপাহাড়।

BANGLADARSHAN.COM

ঘুঘু ডাকে

সকালের আলো-আলো হলুদ রোদ্দুরে
উড়ো এক ঘুঘু ডাকে দূরে,
একটানা ডেকে ডেকে সারা
কানের পাতায় পড়ে
শিশির-ফোঁটায় মত টুপ্‌ টাপ্‌ সুরের ফোয়ারা
অজস্র পাপড়ি যেন ঝরে মাঠময়,
আজো কি আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হয়!
ঘুঘু ডাকে:
জলের মতই টানা ঝকঝকে সুরে
জলের মতই ঘুরে ঘুরে
একটি করুণ বৃত্ত আঁকে:
সেই বৃত্ত গোল হ'য়ে
আমার শরীর-মন ঢেকে দেয় মূক সমারোহে
আলো-নীল হ্রদের মতন,
আমার শরীর-মন
রেষারেষি করে নাকো পুরনো বিরোধে
হাত ধরাধরি ক'রে
নেমে আসে সকালের ভোর-কচি-কলাপাতা রোদে।
শহরতলির শিরা বেয়ে বেয়ে স্টেট-বাস চ'লে গেল ধুঁকে
কখনো বাঘের মত কখনো সাপের মত ফুঁসে,
উপরে একটি ঘুঘু সবে-পাড়া-নরম-ডিমের মত বুকে
জীবনের হাওয়া টানে,
হাওয়া আনে শহরের মৃত ফুসফুসে।

এখানেও ভোর হয়!
শহরে পেলাম আজ ভোরের আস্বাদ
শহরেও নামে দেখি ঈশ্বরের স্থির আশীর্বাদ,
পৃথিবী আশ্চর্য মনে হয়
পৃথিবী আচম্‌কা মনে হয়॥

BANGLADARSHAN.COM

বৃষ্টি পড়ে

বৃষ্টি পড়ে
মেঘলা আকাশ ছুঁয়ে
মেঘলা সময় ছুঁয়ে ছুঁয়ে।

বৃষ্টি পড়ে
মাঠের উপরে
পোকা কেঁচো উইচিংরড়ে শামুক
মাটি কুরে-কুরে-নামা বন্ধ রেখে উঁচু করে মুখ
নতুন ঘাসের মত উঠে আসে মাটির উপরে।

জোরে বৃষ্টি এল
ছোট ছোট জুঁইপাতা দোলে এলোমেলো
নারিকেল পাতাগুলি নড়া শুরু করে:
পাতা বেয়ে ডাল বেয়ে ঝরে
শুভ্র স্ফটিক জল
অবিরল।

BANGLADARSHAN.COM

জলের ঝাপটায়
পথঘাট ডুবে যায়,
রাজপথে হাইড্রেনে পিচের খোদলে
খল্‌খলে জলগুলি মাছের মতই ছুটে চলে।

আমি মৃতবৎ
একটানা শুনি শুধু বৃষ্টির ন'বৎ
ব্যাং পোকা পতঙ্গের ডাকে
সৃষ্টির নতুন মহরৎ।

বৃষ্টি পড়ে
থোকা থোকা সাদা জুঁই ফুটন্ত খ'য়ের মত ঝরে,
আমার জীবন যেন
জীবনের দিনগুলি অকারণে ফুল হ'য়ে ঝ'রে যায়
ব্যর্থতায়—শূন্যতায়!

শুভ্রভোর

আকাশ এখন আর দেয় না শিশির
মুঠো মুঠো ঝকঝকে প্রাণ,
জীবনের আশ্চর্য সবুজে
এ-মাটি হয় না মহীয়ান!
এখন আকাশ হ'তে মাটির উপরে
সারাদিন ঝরে রক্তরোদ,
আমার ধমনী যেন চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ে
আকাশে মাটিতে আজ কিসের বিরোধ!

সময় নিথর
নীচে শুধু ধু-ধু করে মরুভূমি 'থর'
লোলুপ মধ্যাহ্ন লু-তে
সারাবেলা হা-হা করে পিঙ্গল বালুতে

BANGLADARSHAN.COM

হে আকাশ
সহে না জীবন নিয়ে ক্রূর পরিহাস,
আর কতকাল
এনে দেবে সারি-সারি করুণ কঙ্কাল?
তেরশো সাতান্ন এল
তবু আসে পঞ্চাশের হাওয়া এলোমেলো
গঞ্জে গ্রামে ছায়ার মিছিল
এদের জীবনে ছিল ঘাস-মাটি-শিশিরের মিল,
ফসলের ঢেউয়ে ঢেউয়ে নদীর তুফানে
এদের জীবন ছিল—জীবনের ছিল এক মানে!

ছাই-ছাই সন্ধ্যার ছায়ায়
বেদুইন দিনগুলি একে-একে তাঁবু ফেলে মধ্য-এশিয়ায়:
তবু এরা পথ হাঁটে, হেঁটে হেঁটে কতদূরে যাবে
বাংলা আসাম পাঞ্জাবে

কোথায় পথের শেষ–কোন সায়াহ্নেই?
শেষ নেই:

শেষ নেই:
ভারত সীমান্ত পারে আমলকী আখরোট বনের কিনারে
অনেক বালির ঢিপি পার হ’য়ে
খর্জুর-শ্রেণীর ধারের ধারে,
কারা যায় দলে দলে অন্ধকার ঠেলে
আরবে ইজ্রেলে
নীড়হীন
এশিয়ার নব-বেদুইন।

কষকালো রাত:
হে পৃথিবী, চোখ খোলো, খোলো আঁখি পক্ষের করাত,
অন্ধকার যাবে চিরে চিরে,
দেখা যাবে স্তিমিত তিমিরে
মাটির কোমল পথ আকাশগঙ্গার মত বয় ঝিরঝিরে:
পৃথিবী আবার হও আলোকের তপস্যা-বিভোর–
ওপার-আকাশে কাঁপে শুচিশুভ্র শিশিরের ভোর!

BANGLADARSHAN.COM

দেউলপুর

এতক্ষণে ক'লকাতার আকাশ-খিলানে
সন্ধ্যা-বউ গলায় ধোঁয়ায় ফাঁস বেঁধে ঝুলে পড়ে,
ধুমল শাড়ির প্রান্ত দপ ক'রে জ্ব'লে ওঠে গ্যাসের ওপরে
বীভৎস করুণ মৃত্যু আনে।

এখানে দেউলরে পাঁশ-কালো শেয়ালের মত ঠিক
অন্ধকার নড়েচড়ে, উঁকি মারে আনাচে-কানাচে,
লোমশ শরীর তুলে জ্বলজ্বলে চোখ চেয়ে আছে;
প্রাণের প্রতীক।

ঝাঁকে ঝাঁকে ঘরে-ফেরা পানকৌড়ির সারি ধুসর পালকে
থোবা থোবা অন্ধকার, ব'য়ে ব'য়ে নিয়ে এল
মুছে দিয়ে শেষ সোনা রোদ,
উদাস করুণ স্বরে ধুয়ে দিল পৃথিবীর সকল বিরোধ–
প্রাণের প্রতিমা গড়ে অদেহী আকাশ হ'তে বিলুপ্তির লোকে।

এখানে কাঁটায় গুল্মে কাঁপে প্রাণ কানায় কানায়
আকাশ সময় যেন একমুঠো আহুনে জোনাকি,
প্রহরে প্রহরে তবু ডাক দেয় বাজবৌরূ পাখি
অনন্ত কালের কানে মিছিমিছি সময় জানায়।

আকাশ-সময়ময় সময়-আকাশময় এই মহাপ্রাণের মিনার
এ প্রাণের খোঁজে ঘুরে পাই নি তো দিশা,
ঘুরেছি গাঙ্গেয়ভূমি শ্রাবন্তী বিদিশা,
যে-প্রাণ দেউলপুরে সে-প্রাণই আমার।

BANGLADARSHAN.COM

তবু

নিশুতি রাতের নেকড়ের মত দৈন্য যখন গর্জায়–
তবু প্রেম এল জীবনের সিং-দরজায়,
হে জীবন তুমি কী মধুর কী নিখুঁত
অপরূপ অদ্ভুত!

কোথা নীড়? কোথা নীড়?
নির্জন কোন কোণেতে দু’জন হব যে সন্নিবিড়!
আমি নীড়-সন্ধানী
নীচে ধূসরিত পাষাণের রাজধানী
নীড় নেই হেথা নীড় নেই
উটপাখি আজ কোথায় খুঁজবে বাসা
নভ হ’তে অবতীর্ণেই,
নীড় নেই কোনো নীড় নেই।

BANGLADARSHAN.COM

নীড় নেই কোনো পালাবার
চলো হিমাচলে চলো যাই দূরে মালাবার,
শেষ ক’রে মিছে ছন্দমিলের গরমিল
চলো যাই চলো সাগর যেখানে উর্মিল,
গুঁড়োনো গিনির মতই যেখানে গুঁড়ো গুঁড়ো বালি উড়ছে
সোনা বালুচর প’ড়ে আছে কাঁচা রোদের হলুদে মূর্ছে
জোয়ারের বাধা আনি না তো আর গ্রাহ্যে
পৃথিবীকে চলো দীর্ঘ করি সে নতুন দ্বীপের রাজ্যে।
বাসা নেই হেথা বাসা নেই
মকরকেতুকে দিতে হবে তুলে ভাসানেই,
যেদিকে তাকাও সামনে অথবা পিছনেই
শুধু নেই নেই কিছু নেই,
সবই মুছে গেছে ডুবে গেছে বিস্মরণে:
তবু দেখি প্রেম এসে গেল এই জীবনের সিং-তোরণে,
হে জীবন! সে সময়!
বিস্ময়! মধুময়!

পনেরই আগস্ট: ১৯৪৭

আমার দু’ চোখে আজ করে ছলোছল
পদ্মার অজস্র জল
মেঘনার ডাক,
মেঘের স্রোতের মত স্তম্ভিত অবাক্।

ডাক আসে ধূসর শহরে
রুক্ষ দ্বি-প্রহরে
বাতাস ছড়ায় অবসাদ,
ছিন্নমস্তা করে শুধু রক্তের আস্বাদ।
শুকনো পাতার মত উড়ে এল স্বাধীন সনদ,
এখানে আমার চোখে ঢেউ তোলে
বুকজোড়া পদ্মা হ’তে দূর সিন্ধুনদ,
তবুও মুক্তির স্রোত ওঠে ফুলে ফুলে
করোমণ্ডলের ধারে শ্যাম মালাবার উপকূলে
ভারত-সাগর গর্জায়,
ইতিহাসে শুরু হবে নতুন পর্যায়।

এখানে তো শাঁখের করাতে
দিনগুলি কেটে যায় করাতের দাঁতে
সীমানার দাগে দাগে জমাট রক্তের দাগ–
কালনেমী করে লঙ্কাভাগ।

তবু এল স্বাধীনতা দিন
উজ্জ্বল রঙিন
প্রাণের আবেগে অস্থির–
ডাক দেয় মাতা পদ্মা, পিতা সিন্ধু-তীর।

BANGLADARSHAN.COM

মারাঠা ঘাট

উপত্যকা ফুটি-ফাটা রোদ্দুরের তাতে
পরিশ্রান্ত সমতল বেঁধে কালো দাঁতে
পাহাড়ের আরক্ত উরুর বাঁকা শিরায় শিরায়।
ঘাস-পাতা মুখে ক'রে ছাগলের পাল ফিরে যায়
আদিম পথের গ্রন্থি দিয়ে
বেঁধে রাখে পাহাড়ের চুড়ো এলোমেলো:
কালো চাষী মেরুদণ্ডে ক্লান্ত সূর্য টেনে নিয়ে এল।

ওল্‌টানো মাটির ডেলা লাল,
সূর্যদেব গুঁড়ো করে লাল মাটি সারাদিনভোর
শিব যেন বীজ বুনে গেছে এই দেশের উপর।

এ-মাটি কি তেতেপুড়ে শুধু ম্লান হবে
ঘুঁটের আগুনে আর কম্পিত পশুর আর্তরবে?
খুদে দেবতার দল আর পুরুতের ভিড় ঠেলে
এ-মাটির প্রাণ কবে উড়ে যাবে ঈগলের মত ডানা মেলে
পর্বত-শয্যায় সুবিশাল,
যেখানে মাটির গুঁড়ো ময়দার মত ধুলো-ধুলো–
রক্তের মত লাল-লাল।

এ-প্রাণ নিশ্চল
ব'সে ব'সে শুধু দিন গোনে,
কঠিন পাথর ভেঙে রুগ্ন কৃশ কৃষকের দল
শুক্‌নো জমির ফালি চষে, বীজ বোনে:
আর ভূমি-দেবতারা–নেই কোনো নীতি-বোধ-ন্যায়
চাষীর পঞ্জর থেকে মজ্জা শুষে নেয়।

কে যেন বন্ধুর পথ পার হ'য়ে গেল?
বোধ হয়, বোঝা নিয়ে ভিখিরির হানা!
নক্ষত্র-পতন দেখে ককিয়ে উঠেছে কেউ?
শুধু কোনো ভূমিহীন সৈনিকের মৃত্যুর নিশানা!

BANGLADARSHAN.COM

হাজার বছর শুধু ব’য়ে গেল কান্নায় অঝোর!

আবার নতুন ক’রে শুরু হবে শূন্য রিক্ত হাজার বছর?

–অ্যালান লুইস

BANGLADARSHAN.COM

শেষ ক্ষমা

যখন অন্তিম গুলি হৃদ্‌পিণ্ডে বিঁধেছে সজোরে
তুমি করজোড়ে
খুনীর নিকট হ'তে পৃথিবীর কাছ হতে অনন্ত নিখিলে
ক্ষমা চেয়ে নিলে:
হেসেছিলে হাসি হিরণ্ময়?
যে-হাসিতে নিশুতি প্রভাত হয়
কয়লার মত কালো অন্ধকার গ'লে পড়ে হীরক-সকালে!
হাজার বছর যেন বয়ে গেল এলোমেলো লুয়ের মতন
হাওয়ার উজান ঠেলে চেয়ে দ্যাখো, পুরাতন
ইন্দ্রপ্রস্থ হ'তে বেথেলেম
কত না প্রাণের মরু পেরিয়ে এলেম,
চিনেছি তোমায় আমি তুমি সেইজনা
কাঁটার মুকুট প'রে দুর্জনের তরে তবু চেয়েছ মার্জনা,
এইবার জোড়হাতে
শেষ-ক্ষমা চেয়ে নিলে ঘাতকের চরম আঘাতে।

হাজার বছর ধ'রে
জীবন-মরুভূ শুধু ধু-ধু করে রুক্ষ অনাদরে
হা-হা করে তপ্ত-তাম্র অগ্নির বলয়,
হঠাৎ কখন ওঠো বুদ্ধ-হিমালয়
ছেয়ে দাও করুণা-করুণ ঘন মেঘের বন্যায়–
তুমি জন্ম নাও আর মানবতা নবজন্ম নেয়।

BANGLADARSHAN.COM

স্বর্ণভস্ম

ভস্ম তোমার ছড়িয়ে দিলেম
গঙ্গা সিন্ধু খরস্রোতে,
নীল, অ্যামাজন, হোয়াংহোতে
ছড়িয়ে দিলেম, জড়িয়ে দিলেম
সাত সাগরের অতল জলের অন্ধকারে,
নতুন প্রাণের অঙ্গীকারে।

এই যে বিরাট পতিত জমিন্ অনুর্বর,
মনসাকাঁটা-গুল্মভরা দিগন্তর,
শূন্য সকল সম্ভাবনা,
প্রাণহরণের প্রাণধারণের বিড়ম্বনা!
ভস্ম তোমার মিলিয়ে গেল স্রোতের তোড়ে
ননির চেয়ে নরম নতুন অবাক্ পলির সৃষ্টি ক'রে,
বসুন্ধরার বন্ধ্যাচরে
এবার বুঝি জীবন-সোনার ভস্ম ঝরে:
পতিত মাটি আজকে দেখি স্বপ্নরতা
আসবে ফিরে হারানো তার উর্বরতা,
দিগন্ত তার উঠবে জেগে

সবুজ মেঘে।
ভস্ম তোমার বীজের মতই ছড়িয়ে গেল আকাশতলে
জলেস্থলে।

BANGLADARSHAN.COM

পুনর্জন্ম

আল-পথে যেতে যেতে
আশ্বিনের ফসলের ক্ষেতে
চাষীদের পিছু পিছু দূর মাঠে মাঠে
কে যে পথ হাঁটে।

ঝোপে-ঝাড়ে পোকা পাখি-পাখালির গানে
মাটি হিম শস্যের আঘ্রাণে
বাংলার মাঠে ঘাটে বাটে
আসাম বিহার গুজরাটে
পেলেম তোমার দেখা
কোটি কোটি লাঙলের ভার নিয়ে হাঁটো একা একা,
তুমি বলেছিলে খালি–
দিল্লী নয়, চলো নোয়াখালি!

BANGLADARSHAN.COM

সোনালী হাসিতে প্রতিদিন
আকাশে করায় স্নান নতুন আশ্বিন
তোমার জন্মের তিথি পেল ঠিক
আশ্বিনের সেই স্নিগ্ধ হাসির ঝিলিক
যে-হাসিতে ধুলোর উপরে
পশুর কঠিন দাঁত ঠুনকো কাঁচের মত
গুঁড়ো গুঁড়ো হ'য়ে ঝ'রে পড়ে।

এ পৃথিবী ছিল এককালে
প্রাবৃট তিমিরঘন বায়ব গর্ভের অবরোধে,
এসেছে শিশুর মত শরতের কোলে
কাঁচা-মিঠে মত শরতের কোলে
অনেক বছর ধ'রে ব'য়ে গেল কালের কুটিল স্রোত।
জরা আর মলিনতা মুছে দিল প্রথম শরৎ,
হারায়ে গিয়েছে সেই সাত্ত্বিক সকাল
আমরা পেয়েছি শুধু পৃথিবীর স্থবির কঙ্কাল।

তুমি জন্ম নিলে:
হঠাৎ আশ্চর্য আলো নরম নিবিড়
পুনর্জন্ম হ'ল পৃথিবীর।

BANGLADARSHAN.COM

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি

বিশ্বের পরম বিন্দু তুমি:
তোমার সীমান্ত ছুঁয়ে কতদূরে কোন্ অদৃশ্যভূমি,
নারিকেল-রুক্ষ এক ধূসর কঠিন আবরণ
অন্তরে অমৃতময় মধুর ক্ষরণ
রসঘন হ’য়ে ওঠে ব্রহ্মাণ্ড-নক্ষত্র-নীহারিকা,
তাদের চরম কেন্দ্রে একটি আশ্চর্য শিখা
কোমল করুণ অনির্বাণ—
বুদ্ধের শরণ লইলাম।

নিঃসঙ্গ দ্বীপের মত আছ এক অন্তহীন মহাশূন্যতায়
তবুও তোমার লীলা পৃথিবীর ছোট ছোট প্রাণের পাতায়,
অক্ষয় অশ্বত্থ-শাখা প্রসারিত দিকে দিগন্তরে
কী মন্ত্র জীবন্ত করে
কী তেজ উদ্দীপ্ত করে বহির্লোকে—কোন্ সূর্যে জানায় প্রণাম!
বুদ্ধের শরণ লইলাম।
অনেক অনেক সূর্য তোমারই উপরে ভাস্বর
উজ্জ্বল শাণিত চোখ মেলে,
অবাক্ জ্যোতিষ্ক তুমি এলে:
অমর্ত্য জ্যোতিতে হ’ল পৃথিবী নশ্বর
সূর্যলোক ম্লান—
বুদ্ধের শরণ লইলাম।

BANGLADARSHAN.COM

ভুখ-মিছিল

এই আকাশ স্তব্ধ নীল।
কোনোখানেই
যুদ্ধ নেই
হেথা আকাশ রুক্ষ নীল
নিম্নে ভিড় ভ্রষ্টনীড় মৌনমূক ভুখ মিছিল।

এখানে নেই টুকরো দূর-দিগন্তের
জ্বলন্ত
এখানে নেই আগুন-ফুল সে-বৃন্তের
ফলন্ত
হেথা আকাশ শুষ্ক নীল
নিম্নে ভিড় ভ্রষ্টনীড় মৌনমূক ভুখ-মিছিল।
কোনোখানেই
যুদ্ধ নেই
তবু হাওয়ায় কিসের সুর
আহত আর মুমূর্ষুর
বিষণ্ণ।
অন্ন নেই পণ্য নেই বিপন্ন।

আকাশে দাগ কোথাও নেই কঙ্কালের কলঙ্কের
অসংখ্যের।
খোলো নয়ন হে অন্ধ
এখানে আজ ঘোরানো সেই মহাসমর কবন্ধ?
এই দারুণ ক্রন্দনেই
যুদ্ধ নেই? যুদ্ধ নেই?
তবু আকাশ স্তব্ধ নীল
নিম্নে ভিড় ভ্রষ্টনীড় মৌনমূক ভুখ-মিছিল।

BANGLADARSHAN.COM

বাংলা: ১৩৫০

দীর্ঘশ্বাসের মতো এরা আসে
চোখের জলের মত এরা মুছে যায়,
এরা আসে এরা যায়–
মাটির সবুজ শিরা বেদনায় হয়েছে কি নীল?
পৃথিবী কি অশ্রুতে হয়েছে ফেনিল?

এরা আসে
ব্যথার বাষ্পের মত ফুলে ওঠে ঈশান আকাশে,
আসে কালো কুয়াসার মত
ম্লান অবনত,
তবু বারেবারে
চিরে যায়, ছিঁড়ে যায় শাণিত সূর্যের ক্ষুরধারে।
দীর্ঘশ্বাসের মত আসে,
চোখের জলের মত এরা মুছে যায়,
শিশিরের মত মোছে ঘাসের শয্যায়,
মাটির শ্যামল প্রাণ বেদনায় হয়েছে কঠিন?
পৃথিবী কেঁদেছে কোনদিন?

বন্যার হাওয়ার মত এরা হা-হা করে
দুর্ভিক্ষের ঝড়ে
আসে মন্বন্তরে
মারী নিয়ে মৃত্যু নিয়ে হাড়ের ভিতরে:
তবু এরা আসে
এগারশো ছিয়াত্তরে–তেরশো পঞ্চাশে।

BANGLADARSHAN.COM

ইস্পাহান

আমি তো খুঁজছি অহর্নিশ
আমার ক্ষেতের সোনার শীষ
গেল কোথায়? সে কোন্‌খানে?
ইস্পাহানে?

ইস্পাহান তো বন্ধ্যা নয়–অবন্ধুর
প্রতি শাখায় শ্যামাঙ্কুর
লাল আপেল নীল আঙুর
সুপ্রচুর!

ইস্পাহানে
সিঁদুরে অধর নধর তন্বী নয়ন হানে,
গিনি-তরল দ্রাক্ষাসের অসাবধান
কী হবে সেখানে সোনালী ধান?

ইস্পাহানের পীত বাদাম কী ভঙ্গুর
লাল আপেল নীল আঙুর:
তবু আমার সোনার ধান
গেল কোথায়? ইস্পাহান?

BANGLADARSHAN.COM

দোল্‌না

আজকে ছোট দোল্‌নাখানি ঝুলিয়ে দাও
ঘুমের চামর বুলিয়ে দাও
জীবনদোলা দুলিয়ে দাও।

নীল আকাশের নীলগুলো সব নিংড়ে আনো
নতুন মেঘের সজল কালো মনভুলানো
নিংড়ে আনো
হাজার কচি করুণ চোখে মেঘের কাজল বুলিয়ে দাও
ককিয়ে-ওঠা কান্নাগুলি ভুলিয়ে দাও
আজকে ছোট দোল্‌নাখানি দুলিয়ে দাও।

আজকে দেশের এ-প্রান্তরে
তেপান্তরে
হাজার শত দেব্‌তা-শিশু ককিয়ে মরে
অনাবৃত অনাদৃত
জীবন্মৃত স্তূপীকৃত।

আজকে পথে নীড়-হারানো
হাজার হাজার নতুন জীবন কুড়িয়ে আনো
কুড়িয়ে আনো
হাজার কচি শুকনো চোখে মায়ার কাজল বুলিয়ে দাও
কান্নাহাসির জীবনদোলা দুলিয়ে দাও।

BANGLADARSHAN.COM

কালো আকাশ

আকাশের সঙ্গে তো কোনোদিন ছিল না বিরোধ,
এই তো পেলাম আমি সবুজ শস্যের মত অঢেল হাওয়ার স্রোত
সোনালী ধানের মত রোদ,
আকাশের সঙ্গে তো কোনোদিন হয়নি বিরোধ।

আকাশে কোথাও নেই যুদ্ধের সীমানা,
আমার আকাশ হ'তে কত যে অদ্ভুত কথা কত কি অজানা
ঝাঁকে ঝাঁকে নেমে আসে টুপটাপ কথা কয় সব,
আমি তো তাদের চিনি তাদের করেছি অনুভব।

কবে আমি আদিগুহা হ'তে অপলকে
গুনেছি অগুন্তি তারা দূরতম লোকে,
আকাশ দিয়েছে ভাষা নতুন প্রত্যুষ
তাই তো মাটির প্রাণ হ'য়েছি মানুষ।

BANGLADARSHAN.COM

সে-আকাশ মুছে ফেলো
ইটের পাঁচিল তোলো গাঁথো বনিয়াদ,
সেখানে উঠেছে নাকি আগুন-গোলার মত চাঁদ
একি পরিহাস!
আজিকে আমার নয় আমার আকাশ।

ডাস্টবিন

মানুষ এবং কুত্তাতে
আজ সকলে অন্ন চাটি একসাথে
আজকে মহাদুর্দিনে
আমরা বৃথা খাদ্য খুঁজি ডাস্টবিনে।

এই যে খুনে সভ্যতা
অনেক জনের অন্ন মেরে কয়েকজনের ভব্যতা,
এগোয় নাকো পেছোয় নাকো অচল গতি ত্রিশঙ্কুর–
হোটেলখানার পাশেই এরা বানিয়ে চলে আঁস্তাকুঁড়

পুঁজির প্রভু! মহাপ্রভু! তোমার কৃপা অনন্ত–
জলের ফোঁটা ঘিয়ের কড়ায় ফুটন্ত,
পিঁপড়ে পেল মানুষ-গলা শর্করা,
তোমার কৃপা বুঝবে কি আর মূর্খরা?
আজ যে পথে আবর্জনার স্বৈরিতা
মহাপ্রভু! সবই তোমার তৈরি তা।
দেখছি ব'সে দূরবীনে
তোমার শেষে আসতে হবে তোমার গড়া ডাস্টবিনে।

BANGLADARSHAN.COM

ভারত ছাড়ো: ১৯৪২

শেষ হ'ল সাম যজু অথর্ব ঋক্
হাঁক দেয় ওই কালের দৌবারিক,
শেষপাতা শেষ হ'ল
হে নাবিক, পাল তোলো!
চেয়ে দ্যাখো কত যোজন দীর্ঘ প'ড়ে আছে আড়াআড়ি
চল্লিশ কোটি জীবনের বালিয়াড়ি,
অগ্নি-তামাটে প্রখর সৌরকরে
বালি আর কঙ্করে:
এই বালুময় সময়ের সৈকতও
তোমার চরণ-চিহ্নেও সে তো র'য়ে গেল অক্ষত!

আরবের মরু উচ্ছল হ'ল মামুদের গজ্নীতে
তারি ঢেউ লাগে খাইবার গিরিবর্ত্মের ধমনীতে,
আজো নিশ্বাসে মেশা
চেংগিস খাঁর শাণিত অশ্বহ্রেষা,
গুজরাট কর্নাটে
খোঁড়া তৈমুর হাঁটে।
তোমার ঝরনা আমার প্রাণের গঙ্গায় মেশে নি তো
শ্বেত-গৈরিকে হয় নাই চিহ্নিত,
ভারত-সাগর হ'তে দেখি আমি দূরতম প্যাসিফিকে
তোমার নেহাই আলো দেয় নি কো, তাপ দিল দিকে দিকে,
দূর বোর্নিও মালয় যবদ্বীপ—
জ্বলে নি কোথাও তোমার জীবন-দীপ

তুমি তো আঁকো নি ইতিহাস-পাড়ে প্রাণের স্বর্ণজরি
গড়ো নি কখনো নিটোল ভৌগোলিক,
নতুন দ্বীপের পুঞ্জে জাগে নি নারিকেল-মঞ্জরী
প্রাণের মাঙ্গলিক:

BANGLADARSHAN.COM

হে নাবিক, হে নাবিক
পাল তোলো, পাল তোলো–
শেষ শাতা শেষ হ’ল!

BANGLADARSHAN.COM

কেরানী

দেয়াল-পাঁজির পাতায় পাতায়
দিন ছিঁড়ে যায় বিষণ্ণতায়
দিন উড়ে যায় হাওয়ায় হাওয়ায়
হায়!

আপিস-বেলায়
চলতি ট্রামের খোলা জানালায়
দেখি ময়দান নীল নিরালায়
রোদের মিষ্টি আগুন পোহায়,
আমি অসহায়
এখন আমায় যেতে হবে সেই ইটের গুহায়।

আবার কখনো ফিকে কুয়াসায় আকাশ ছাপায়
গাছগুলি দূরে ভিড় করে ছোট পাহাড়ের প্রায়
মাঠের উপরে মোষগুলি চরে হেথায় সেথায়
এলেম কোথায়?
সাঁওতালী পাড়া—পাথর-পাড়ায়?
এলেম কোথায়?
মনে হয় কোন্ পাহাড়-চূড়ায়—
মনের কোণায়
ছন্দ ঘনায়।

তারপরে সেই শিশু-কবিতায়
পিষে দিয়ে যাই লেজার-খাতায়
কাজের জাঁতায়:
এমনি করেই দিন ছিঁড়ে যায় নৃশংসতায়
দেয়াল-পাঁজির পাতায় পাতায়
দিন উড়ে যায় হাওয়ায় হাওয়ায়
হায়!

BANGLADARSHAN.COM

ব্যাঙ্ক

সারাদিন পরে স্বর্ণসিংহ লৌহগুহায় ঢোকে
ক্লান্ত লেজার আসিছে বন্ধ হ'য়ে,
বাইরে এখন বৈকালী ঝড়ে অজস্র সোনা ওড়ে
সোনালী বিকেল স্বর্ণের সমারোহে।

বাহির পৃথিবী আমাদের আর হানে না তো ইঙ্গিত,
বণিক-যুগের আমরা পাহারাদার,
প্রতিদিনকার সূর্য গড়ায় তপ্ত চায়ের কাপে
আধ-পেয়ালাতে দিন হয় গুলজার।

এই বৈকালে গঙ্গার কোলে স্বর্ণমৃগেরা চরে
সোনার হরিণ সুবর্ণ-ঝরনায়,
বৈশ্যযুগের নিকটে ওরা তো নিছক অবান্তর,
অনাদরে সেই স্বর্ণাভ স্রোত সীসা হয় বেদনায়।

আজ কেরানীর অবাধ্য অন্তর,
ভাবি, কতদিন বেনে-দুনিয়ার উদ্ধত পোদ্দারি,
জীবন্ত-সেনা ডুবিছে এখন বড়গঙ্গার জলে
আর কতকাল মৃত-স্বর্ণের এমনি পাহারাদারি!

BANGLADARSHAN.COM

নতুন মানুষের গান

নতুন মানুষ তোমরা কারা?
তোমরা এলে ছন্নছড়া।
পাথর-পাতা সড়ক ধ'রে
কখন এলে লালচে ভোরে
রক্তপথের সঙ্গী হবার দাও ইসারা
তোমরা কারা?

আমরা জানি ইতিকথায় রাজার কথা,
রাজ্য-ওঠার রাজ্য-নামার প্রগল্‌ভতা।
ইতিহাসের পাথর ঠেলে
কেমন ক'রে তোমরা এলে
চৌদিকে যার ঐতিহাসিক দেয় পাহারা
তোমরা কারা?

BANGLADARSHAN.COM

গোলামখানা

মাসকাবারী দেনায় টিকা বিক্রি
বাস্তুভিটে ডিক্রি,
তবু তো এই গোলামগিরি ভাবছি পরমার্থ,
কায়েম করি মহাপ্রভুর স্বার্থ।

মেজ গোলাম চোখ রাঙাল সেজ গোলাম আসতে
বড় গোলাম সেলাম পেল উদয় হ'তে অস্ত,
ছোট গোলাম হাঁপায় ভাঙা-স্বাস্থ্যে
গোলামখানা সদাই শশব্যস্ত।

ওপর হ'তে হুকুম করে যক্ষ
যজ্ঞশালায় চাই যে আরো তৈল,
খনির বুকে শিকড়-বেঁধা সবার হ'ল লক্ষ্য
মানুষ-গলা চর্বি যেথা রইল।

BANGLADARSHAN.COM

আমরা আছি, তাই তো চাকা চলছে,
স্বৈরাচারের তাই তো চুলি জ্বলছে,
আমরা যেন সলতে,
আমরা শুধু জ্বলতে জানি, জানি কেবল গলতে।

গোলাম দেশের বাচ্চা সবাই গোলাম ঘরের রক্ত
গোলামিতেই আমরা অভিশপ্ত,
এমনি ক'রেই কোনক্রমে ভাঙিয়ে শেষ-রেস্ত,
গোলামখানার গোলাম বলে, আমরা আছি বেশ তো।

যুদ্ধ

যুদ্ধের এই রীতি
এতো কিছু নয়, ক্ষ্যাপা পৃথিবীর সাময়িক বিকৃতি,
এ যেন হঠাৎ বন্যার তোড়ে সারাগ্রামে হাহাকার
ঘুমন্ত কোন্ পল্লীর নীড়ে ঘূর্ণির হুঙ্কার:
কোন্ অরণ্যে সহসা অগ্নিশিখা
শকুনির মত ওড়ে কোথা যেন মড়কের বিভীষিকা:
এই তো যুদ্ধ-রীতি
বারেবারে এই ক্ষ্যাপা পৃথিবীর ক্ষ্যাপামির পরিচিতি।

আমি তো দেখেছি পৃথিবীর এই সবুজ আস্তরণ
ছিঁড়েখুঁড়ে গেছে কত যুদ্ধের অশ্বের ক্ষুরে ক্ষুরে,
আবার কখন অজান্তে লাগে জীবনের কাঁচা রং
পোড়ামাটিগুলি কখন মেলায় সবুজের অঙ্কুরে,
কত আশ্বিন ডুবে গেছে জানি দুঃখের প্যাসিফিকে
মরণের আহ্বানে,
হারানো শরৎ আবার এসেছে ভ'রেছে চতুর্দিকে
মাটির হিমের শস্যের আঘ্রাণে।

এ-নরম মাটি কতবার দেখি চিড় খেল অবিরত
প্রাণের মাখনে আবার জুড়েছে মৃত্যুর সব ক্ষত,
এই তো যুদ্ধ-রীতি–
শতকে শতকে ক্ষ্যাপা পৃথিবীর ক্ষ্যাপামির স্বীকৃতি।

BANGLADARSHAN.COM

ব্যাঘ্র-দিন

সোঁদরবন!
আমরা শ্যামল শিরায় ভাসিছে সারাক্ষণ
সোঁদরবন!
সোঁদরবনের আত্মা আমার রাত্রিদিন
খুঁজছে কোথায় ব্যাঘ্র-দিন,
যেথা নখর
তীক্ষ্ণ থাবায় ভয়ঙ্কর,
বর্শা-ফলকে
পলকে পলকে
জীবন-মৃত্যু সম্মুখীন,

হারাল কোথায় ব্যাঘ্র-দিন!

ওই যে পৃথিবী চক্রবালে
সভ্য-সূর্য অন্তরালে
কৃষ্ণকায়
সুদূর মেদুর আফ্রিকায়
তারা কি এখন অন্তরীণ–
আমাদের সেই ব্যাঘ্র-দিন?

সেই পুরাতন দিনগুলি আজ নির্বাসিত
শৃঙ্খলিত
দুর্বিপাকে
তাকিয়ে থাকে,
ফাঁক পেলে তারা ছিঁড়বে রুগ্ন সভ্যতাকে,
আফ্রিকারই জাফ্‌রি-ফাঁকে

তাকিয়ে থাকে।

অনন্তকাল রইবে না কেউ অন্তরীণ,
তাই তো সভ্য-জগতে ঘনাল কী-দুর্দিন:

BANGLADARSHAN.COM

আবার তারা যে করবে পৃথিবী প্রদক্ষিণ
শঙ্কাহীন
সেই পুরাতন ব্যাঘ্র-দিন!

BANGLADARSHAN.COM

আগামী

পৃথিবী উন্মাদ হ'ল: ঘূর্ণ্যমান বিমানের উদ্যত পাখায়
সূর্যের উজ্জ্বল মুখ ম্লান হয়ে যায়,
কামানের জ্বলন্ত নিশ্বাসে
বাঁচিবার স্বচ্ছ বায়ু বিষ হয়ে আসে।
পৃথিবী উন্মাদ হ'ল: অসংখ্য বোমার ভারে
কত প্রাণ নিষ্পেষিত হয়েছে নিঃসাড়ে,
কত ভাঙা সমাধির হ'ল যে রচনা
যেখানে কবর হ'ল লক্ষ লক্ষ মানুষের যুগান্ত সাধনা।

এ-দিন রবে না জানি উদ্ধত অটল
আমি যে দেখেছি এই শতাব্দীর মেরুদণ্ডে ধরেছে ফাটল,
স্থাপিত নিয়মতন্ত্র কোথা যেন হয়েছে বিকল
অচঞ্চল ছিল যাহা আজ তাহা হয়েছে চঞ্চল,
স্থির আজ হয়েছে অস্থির,
পুরোনো পৃথিবী তাই স্বপ্ন দেখে নতুন পৃথ্বীর,
তাই তো নামিবে ভোর
পৃথিবীর ভগ্ন এই স্তূপের ওপর,
এবার নামিবে ভোর—নতুন সকাল
জানি জানি ভোর হবে কাল।

আগামী মানুষ আর মিলিবে না মানুষের সাথে
অরণ্য-পাখির মত সাদা-কালো-হলুদের রঙের পাখাতে,
মানুষের পরিচয় হবে মানুষতা
শেষ হবে এই মূঢ় বন্য-শকুনতা:

আগামী পৃথিবী আর র'বে না খণ্ডিত হ'য়ে
সমুদ্র ও পাহাড়ের সীমান্ত-রেখায়,
নিঃসঙ্গ দ্বীপের মত ছিন্ন অসহায়,
হবে তার সীমার বিস্তার—
এক মহাদেশ আর এক পরিবার।

BANGLADARSHAN.COM

সেদিনের প্রশান্ত বাতাসে আর বিঁধিবে না বুলেটের শর
ধ্যানস্থ আকাশ আর হবেনাকো সচকিত মৃত্যুতে মুখর,
জানি জানি আগামী কালের জেপেলিন
নিষ্ঠুর শেলের ঘায়ে করিবে না পৃথিবী বিলীন,
রুপালী মাছির মত উড়ে যাবে দূর গ্রহপানে
নতুন পৃথিবী অভিযানে,
মঙ্গল গ্রহের অন্তঃপুর–
সেদিন র'বে না বহুদূর!

BANGLADARSHAN.COM

কাস্তে

বেয়নেট হ'ক যত ধারালো
কাস্তেটা ধার দিও বন্ধু!
শেল্ আর বোম হ'ক ভারালো
কাস্তেটা শান দিও বন্ধু!

বাঁকানো চাঁদের সাদা ফালিটা
তুমি বুঝি খুব ভালবাসতে?
চাঁদের শতক আজ নহে তো,
এ-যুগের চাঁদ হ'ল কাস্তে!

লোহা আর ইস্পাতে দুনিয়া
যারা কাল করেছিল পূর্ণ,
কামানে কামানে ঠোকাঠুকিতে
নিজেরাই চূর্ণ-বিচূর্ণ।

চূর্ণ এ লোহার পৃথিবী
তোমাদের রক্ত-সমুদ্রে
ক্ষয়িত গলিত হয় মাটিতে,
মাটির...মাটির যুগ ঊর্ধ্বে।

দিগন্ত মৃত্তিকা ঘনায়ে
আসে ওই, চেয়ে দেখ বন্ধু!
কাস্তেটা রেখেছ কি শানায়ে
এ-মাটির কাস্তেটা বন্ধু!

BANGLADARSHAN.COM

সিন্ধুবাদ

সিন্ধু-নাবিক নহিকো আমরা কেউ
নোঙরবন্দী জাহাজ নাহি তো বন্দরে বন্দরে,
আমাদের কূলে ভাঙেনি আজিও দীপান্তরের ঢেউ
পাল মেলি নাই কখনো কোথাও অজ্ঞাত বালুচরে।

আমরা নহি তো সমুদ্র-উন্মনা
সাগর-সারসী ছোঁয়নি কখনো আমাদের মাস্তুল,
আমাদের ঘিরে হয়নি রচিত আরব্য-কল্পনা
রহস্যময় নতুন দ্বীপের অদ্ভুত উপকূল।

আমরা কেহই নহি তো সিন্ধুবাদ,
নদী খাল-বিলে বন্দী রয়েছে পুরাতন অন্তর,
আমাদের ডিঙি জানে দারিদ্র্য দৈন্যের সংঘাত
জানে না কোথায় ঝলসিত বন্দর।

আমরা রয়েছি শত শতকের পাথরের চাপে চাপে
ধাপে ধাপে রচা লাঞ্ছিত কত জীবনের ছিনিমিনি,
কত না রাজ্য এল আমাদের রক্তের উত্তাপে
সঞ্চিত হ'ল কত ব্যাবিলন কত না উজ্জয়িনী।

সিন্ধুবাদের মত আমাদের নাহি তো চঞ্চলতা
নাই বা রহিল ময়ূরপঙ্খি বহুদূর বন্দরে,
আমাদের ঘিরে নাই লেখা হ'ল আরব্য-উপকথা,
আমাদের নাম তবু আছে দেখো পৃথিবীর প্রস্তরে।

BANGLADARSHAN.COM

এরোপ্লেন

এরোপ্লেন! সুদূর আকাশে ভাসমান
দুরন্ত গতির ঝড়ে ধোঁয়া-মেঘ করে খান্ খান্,
নীচে নীল অরণ্য-ছায়ায়
ভোরের স্বপ্নের মত ঈশ্বরের পৃথিবী ঘুমায়।

এরোপ্লেন উড়িছে আকাশে,
ভ্রমরের মত তার রুপালী গুঞ্জন ভেসে আসে
রুপালী ভ্রমর যেন। ভ্রমর? ভ্রমর কোথা? মেসিন! মেসিন!
এ-মেসিন উড়ে যাবে কত রাত্রিদিন
কত না শহর ছুঁতে ছুঁতে,
কত না এসিয়া ছুঁয়ে কত না আকাশ ছুঁয়ে মেরুতে মেরুতে,
ফেলে যাবে অগণিত বোমা কত টন
কত বিস্ফোরণ
গ্যাস আর বিষাক্ত আগুন
জ্ব’লে যাবে কত তপ্ত শ্বাস আর কান্না সকরুণ!

মানুষের মেসিন উড়িছে–
ঈশ্বরের স্বপ্ন কাঁপে নীচে।

BANGLADARSHAN.COM

ভাঙা চাঁদ

আকাশে করুণ ভাঙা চাঁদ,
আকাশে ধোঁয়ার ফাঁকে মরে-যাওয়া চাঁদ:
ফ্যাকাশে চাঁদের এই ঘোলাটে আলোয়
সব-ই কেমন যেন ভাঙা-ভাঙা লাগে
মনে হয় ভেঙে গেছে উঁচু ছাদগুলো
ভেঙে গেছে মনুমেণ্ট গির্জের চুড়ো
ভাঙাচোরা গোটা পৃথিবীটা।
নতুন কুয়াসা ওড়ে:

পাণ্ডুর চাঁদের এই পাঁশুটে আলোয়
মনে হয়
কুয়াসা–কুয়াসা নয়
ওড়ে যেন ছাইয়ের গুঁড়ো,
গুঁড়ো গুঁড়ো ছাই আর ছাই–
ভিসুভিয়সের যেন মুখ গেছে খুলে
ছাই দিয়ে ঢেকে যায় সারা পম্পাই!

নিঃসাড় নিষুতি রাত:
হিমে-ভেজা তারাদের ছলছল চোখ,
তার নীচে
ইডেন উদ্যান হ'তে ভেসে আসে চাপা কান্না বাদুড়শিশুর,
গড়ের মাঠের কোণে একপাল ঝিঁঝির গোঙানি,
আর গ্র্যাণ্ড হোটেলের ধারে
কাৎরায় আধমরা পথের কুকুর।
এই ভাঙা আলো আর কুয়াসার ছাই আর করুণ কান্নায়,
মনে হয় সারা পৃথিবীটা
সবেমাত্র মৃত সেই পম্পাইয়ের স্তূপ,
তার মাঝে দাঁড়ায়ে রয়েছি আমি
সুদূর নিঃসঙ্গ এক প্রেতের মতন।

BANGLADARSHAN.COM

মাইকেল

মোটরে ঝড়ের বেগ
ঝড়ের মতই কালো এলোমেলো রাত,
চক্‌চকে আলো জ্বলে হেড্‌লাইটের–
তারি তলে ছুটে চলে যশোহর রোড।

মোটরে অনেক দূর:
অগুন্তি গাছের ফাঁকে নিবিড় শাখার নীচে
সুড়ঙ্গের মত
যশোর রোডের সঞ্চরণ।
সুদূর সুড়ঙ্গ চলে
সবুজের ভিড় ঠেলে
ভিড় ঠেলে কত ডাঙা, ভাড়াবাড়ি, ভাঙাগ্রাম
পিছনে অনেক গ্রাম, কত বন, বনগ্রাম
পিছে ফেলে ইছামতী তীর।

BANGLADARSHAN.COM

মোটরে অনেক দূর
অনেক–অনেক দূর
আবার অদূরে কোন্ গহন জলের ছলোছল!
কপোতাক্ষ?
কপোতাক্ষ কতদূর!
সতত হে নদ তুমি পড় মোর মনে–
কপোতাক্ষ আর কতদূর!

মৌমাছি

জীবন্ত ফুলের ঘ্রাণে
দুপুরের মিহি ঘুম ছিঁড়েখুঁড়ে গেল।
জেগে দেখি আমি,
আমার ঘরেতে ওড়ে ছোট এক বুনো মৌমাছি,
ডানায় ডানায় যার অরণ্য-ফুলের কাঁচা-ফুলের কাঁচা ঘ্রাণ
পাঁশুটে শরীরে যার সোঁদাগন্ধ অজানা বনের।

কেমন সুন্দর ওই উড়ন্ত মৌমাছি!
অশ্রান্ত করুণ ওর গুনগুনোনিতে
কেঁপে ওঠে মাটির মসৃণতম গান,
আর দূর-পাহাড়ের বন্ধুর বিষণ্ণ প্রতিধ্বনি!
যেন আজ বাহিরের সমস্ত পৃথিবী আর সমস্ত আকাশ
আমার ঘরের মাঝে তুলে নিয়ে এল
কোথাকার ছোট্ট এক বুনো মৌমাছি!

BANGLADARSHAN.COM

নখ

কার্জন পার্কে আধা-বিদেশী মেয়েটি ব'সে
যেন লিলি ফুটেছে বাংলার মাটিতে।
কী মসৃণ! কী দীর্ঘ ওর নখের পাপড়ি
যেন পড়ন্ত রোদের তামাটে তার!

ওপেল পাথরের মত স্বচ্ছ ওই নখের ওপর
ভাসছে কোন্ পাথর-যুগের ছায়া,
যখন বন্য মানুষ ছুঁচলো নখে
ছিঁড়ে ফেলত তার শিকারের টুঁটি।

সেই আদিম হিংসার ছোপে
আজো যেন লাল হ'য়ে আছে
ওই সুন্দর ধারালো নখগুলো!
তাই তো ওই নধর নখে
ছিঁড়ে গেছে কত তরুণের বুক,
বুঝি আমারও হৃদ্‌পিণ্ডে
ওই নখের ডগা গিঁথে যাবে।

BANGLADARSHAN.COM

সবুজ দ্বীপ

দূরে ওই ছোট সবুজ দ্বীপ
যেন ফিকে কাঁচপোকার টিপ
জলের মসৃণ ললাটে!
কখনও ঝলমলিয়ে ওঠে
রাতের তারার মত সবুজ অস্থিরতায়,
কী সুন্দর ওই ছোট্ট সবুজ দ্বীপটি!

সাবানের ফেনার মত ছোটবড় ঢেউগুলি
হাজার হাজার ভঙ্গিমায়
ভেঙে পড়ে ওর নিটোল দেহে,
কী মধুর ওই ফেনার পালকমোড়া সবুজ দ্বীপটি!

আমি যদি ওই ঢেউয়ের মতই
চুপে চুপে ভেঙে যেতাম তোমার দেহে,
অস্ফুট গুঞ্জনে,
সারাদিন–সারারাত–
আর তুমি যদি ওই নির্জন সবুজ দ্বীপ হ'তে!

BANGLADARSHAN.COM

হাই

তোমার হাই উঠল,
রাত্রি তবে কি অনেক?
সারা ঘরে হালকা অন্ধকার।
আমরা দু'জন টেবিল-আলোর নীচে
যেন অন্ধকার-সমুদ্রে কোনো আলোর দ্বীপে বন্দী!

সোফার ভিতরে ডুবে-যাওয়া তোমার শরীর
সান্ধ্য কুলায় ডানামোড়া পাখির মত স্বপ্নময়।
তোমার হাই উঠছে,
তোমার চোখেমুখে রাত্রি নামছে–
রাত্রি অনেক!

আবার তোমার হাই উঠল:
এবার তুমি সারসীর মত দু'খানি ডানা মেলে দিলে,
আর তোমার পালকে জড়ান যত ঘুম
সহসা ঘরের ভিতরে ছড়িয়ে পড়ল।
সারা ঘরে ঘুমের রেশমী সঞ্চরণ:
আমারও ঘুম পায়!

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥